POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ

وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ (آل عمران:146)

এবং যে কেহ ইহকালের পুরস্কার কামনা করিবে, আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব, এবং যে কেহ পরকালের পুরস্কার কামনা করিবে আমরা তাহাকে উহা হইতে দান করিব; এবং অচিরেই আমরা কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রতিদান দিব।

(আলে ইমরান:১৪৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 44

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 31 অক্টোবর, 2019 2 রবিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আশ্বস্ত হতে পারেন না। কিন্তু মহান নৈতিক আদর্শ তাদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

আঁ হযরত (সা.)-এর নৈতিক আদর্শের কথা কুরআনে এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

আল্লাহ্‌র নামে অপরিমেয় আশিস ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু শর্ত হল তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে আর তাঁর গুণাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অসৎ প্রতীতী

অসৎ ধারণা এমন এক ব্যাধি যা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে ধ্বংসের অন্ধকার কূপে ঠেলে দেয়। অসৎ ধারণার কারণেই একজন মৃত মানুষের আরাধনার অবধারণা তৈরী হয়েছে। এর কারণেই মানুষ খোদার বহু গুণাবলীকে অস্বীকার করে বসেছে। যেমন, তাঁর স্রষ্টা হওয়া, দয়াবান হওয়া এবং অন্নদাতা হওয়া প্রভৃতি গুণাবলীকে বাতিল করে তাঁকে একজন অপদার্থ হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে এই অসৎ ধারণাই। মোটকথা, এই কূট ধারণার কারণেই জাহান্নামের সিংহভাগ, বা যদি বলি সমগ্র জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে, তবে অত্যুক্তি হবে না। যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের বিষয়ে অসৎ ধারণা করে, তারা খোদা তা'লার নেয়ামত ও তাঁর কৃপারাজিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। কাজেই কেউ যদি আমার এই সেলসেলাকে অস্বীকার করে, যেটিকে খোদা তা'লা নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তবে এমন ব্যক্তির জন্য আমার আক্ষেপ হয়! কেননা, আরও একটি আত্মা ধ্বংসের দরজায় কড়া নাড়ছে। এই সেলসেলা এমনই দেদীপ্যমান যে, যদি কোনও ব্যক্তি নিবিড় মনোযোগ সহকারে দুই ঘন্টা আমার কথা শোনে, তবে সে সত্যকে লাভ করবে।

আঁ হযরত (সা.)-এর নৈতিক ও চারিত্রিক নিদর্শন

এখন আমি আর কয়েকটি কথা বলে এই বক্তব্য শেষ করতে চাই। কিছুক্ষণের জন্য আমি অলৌকিক নিদর্শনের বিষয়ের দিকে ফিরে যাব। প্রথম প্রকারের নিদর্শন হল 'শাক্কুল কামার'-এর ঘটনা যা দার্শনিক নিদর্শনের একটি রূপ। দ্বিতীয় প্রকারটি হল তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। তৃতীয় প্রকারের নিদর্শনটি সম্পর্ক রাখে নৈতিকতার সঙ্গে। নৈতিক নিদর্শনের বিরাট প্রভাব রয়েছে। দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আশ্বস্ত হতে পারেন না। কিন্তু মহান নৈতিক আদর্শ তাদের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। আঁ হযরত (সা.)-এর নৈতিক নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি হল, একবার তিনি (সা.) একটি বৃক্ষের নীচে শায়িত ছিলেন। সহসা কলরবে তিনি বিনিদ্র হয়ে দেখলেন, এক আরব বেদুইন উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে তাঁর উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'হে মহম্মদ! (সা.) তুমিই বল, এখন আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?' তিনি (সা.) স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় ও স্থির ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ্'। তাঁর এই দৃপ্ত ঘোষণা সাধারণ মানুষের মত অগভীর ছিল না। আল্লাহ্ , যা খোদা তা'লার একটি নাম, এটি তাঁর সমস্ত গুণাবলীর নির্যাস, এই শব্দটি তাঁর মুখ থেকে এমনই মনোহর ভঙ্গিতে নিঃসৃত হল যে, সেই বেদুইনকে আভিভুত করে তুলল। এই জন্যই বলা হয় এটিই খোদা তা'লার সর্বাপেক্ষা মহান নাম, এর মধ্যে অশেষ কল্যাণ নিহিত আছে। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে স্মরণই করে না, সে এর থেকে কি কল্যাণ পাবে? তাই যখন আঁ হযরত (সা.)-এর মুখে আল্লাহ্‌র নাম এমনভাবে উচ্চারিত হল, সেই বেদুইন ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়ল আর হাত দুটি কাঁপতে আরম্ভ করল। তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল, যেটিকে আঁ হযরত (সা.) তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে বললেন, 'এখন তুমি বল, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সেই দুর্বল হৃদয়ের বেদুইন আর কার নামই বা মুখে আনতে পারত? শেষমেশ আঁ হযরত (সা.) নিজের চারিত্রিক নিদর্শনের নমুনা দেখিয়ে বললেন, যাও, তোমাকে রেহাই দিলাম। তিনি তাকে এও বললেন, ক্ষমাশীলতা ও বীরত্ব আমার কাছে শিখে নিও। এই চারিত্রিক নিদর্শন তাকে এতটাই প্রভাবিত করল যে সে মুসলমান হয়ে গেল।

সেরা'য় বর্ণিত হয়েছে যে, আবুল হাসান খারকানীর কাছে এক ব্যক্তি আসে। পথিমধ্যে বাঘের সাথে দেখা হলে সে বলল, আল্লাহ্‌র দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও। বাঘ তবুও তাকে আক্রমণ করলে সে বলল, আবুল হাসানের দোহাই, আমাকে ছেড়ে দাও। একথা শোনামাত্রাই বাঘ তাকে ছেড়ে দেয়। এই ঘটনা তাকে আধ্যাত্মিকভাবে নাড়া দেয়, আর সে যাত্রা ভঙ্গ করে পুণরায় আবুল হাসানের কাছে ফিরে আসে এবং ঘটনার বৃতান্ত শোনায়। আবুল হাসান তাকে উত্তর দেয়, এটি খুব জটিল বিষয় নয়। আল্লাহ্‌র নামের সঙ্গে তুমি পরিচিত নও, তাঁর সত্যিকার প্রতাপ ও মহিমা তোমার অন্তর অনুভব করতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমাকে তুমি ভালভাবে চিনতে, তাই তোমার হৃদয়ের উচ্চ আসনে আমাকে স্থান দিয়েছিলে।' অতএব আল্লাহ্‌র নামে অপরিমেয় আশিস ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু শর্ত হল তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিতে হবে আর তাঁর গুণাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক নিদর্শনগুলির মধ্য আরও একটি নিদর্শন হল, একবার তাঁর কাছে এক মেষপাল ছিল। তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, এর পূর্বে এত সম্পত্তি আমি কারো কাছে দেখি নি। হুযুর (সা.) সেই ব্যক্তিকে সব মেষগুলি দান করে দিলেন। সেই ব্যক্তি অবলীলায় বলে উঠল, নিঃসন্দেহে আপনি সত্য নবী। সত্য নবী ছাড়া এমন বদান্যতা অন্য কারো পক্ষে দুরূহ বিষয়। আঁ হযরত (সা.)-এর নৈতিক আদর্শের কথা কুরআনে এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা কলম,আয়াত: ৫)

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৫-৮৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

(সাংবাদিক সম্মেলনের শেষাংশ)

পূর্বের সংখ্যার পর

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন বলেন, হুযুর আনোয়ার পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন। বর্তমানে পৃথিবীর অবস্থা শোচনীয়ভাবে খারাপ। সিরিয়া যুদ্ধ চলছে, এছাড়াও পৃথিবী আরও অনেক সমস্যাবলীর সম্মুখীন। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ারের দৃষ্টিভঙ্গি কি, আর কিভাবে আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, পৃথিবীর মানুষ এবং তাদের নেতারা যদি নিজেদের স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার সমূহ রক্ষার প্রতি দায়বদ্ধ না হয়, তবে পৃথিবীতে ভয়াবহ ধ্বংসলীলা নেমে আসবে যাকে নিয়ন্ত্রণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। আজকের দিনে প্রত্যেকেই অপরের দুর্বলতা চিহ্নিত করে, দোষারোপ করে। কিন্তু নিজের দোষ দেখতে পায় না। ইসলামি শিক্ষা অনুসারে নিজের অধিকার দাবি করার পরিবর্তে অপরের অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এটিই একমাত্র সমাধান। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতি অনুসরণ করা দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও মুসলমান দেশ এই শিক্ষা মেনে চলে না, আমরা কেবল আহমদীরাই এই শিক্ষা মেনে চলি এবং এর প্রচার করি। এই নীতি অনুসৃত না হলে পৃথিবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে। দেশসমূহ যদি নিজেদের নীতিমালায় বদল এবং কাজের মধ্যে দূরদর্শীতা না আনে, তবে অচিরেই আপনারা এর পরিণাম দেখতে পাবেন। এই যুদ্ধ কিয়দাংশে আরম্ভও হয়ে গেছে। সিরিয়ার যুদ্ধের কারণে অন্যান্য দেশও এর শরীক হয়েছে। অগ্নুৎপাৎ আরম্ভ হয়ে গেছে, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত

সাংবাদিক সম্মেলনের পর সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে মিটিংকক্ষে আসেন, যেখানে ডক্টর ক্যাট্রিনা লান্টোস সোয়েত সাহেব তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি 'টম লান্তোস ফাউন্ডেশন ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড জাস্টিস, ক্যাপিটাল হিল'-এর প্রেসিডেন্ট। ইতিপূর্বে ক্যাপিটাল হিলে হুযুর আনোয়ার যে ভাষণ প্রদান করেছিলেন, সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ডক্টর ক্যাট্রিনা বিশেষরূপে নিজের শিডিউল পরিবর্তন করে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত এবং মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে বিষয়টিট স্মরণ রাখার জন্য এবং বিশেষভাবে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর আনোয়ার আমেরিকার জন্য একটি আধ্যাত্মিক মলমের ন্যায়। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের তাঁর নেতৃত্ব ও পথ-প্রদর্শনের ভীষণ প্রয়োজন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা তো শান্তি চাই, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু অন্যদের পক্ষ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না। আমি সংবাদ মাধ্যমকেও বলেছি, আমরা যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী না হই, তবে আমরা একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে যাচ্ছি। এখন অনেক দায়িত্বশীল লোকেরাও একথা ব্যক্ত করছেন যে বিশ্ব-যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে।

ভদ্রলোক আহমদীদের উপর হওয়া নির্যাতনের কথা উল্লেখ করে বলেন, হুযুর আনোয়ার ধৈর্য ও সাহসিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তানে আহমদীরা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের শিকার হচ্ছে। আইনের মাধ্যমে সেখানে আহমদীদের অধিকার হরণ করা হয়েছে।

হুযুর বলেন, বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হচ্ছে, আর প্রেক্ষিতে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিভাবে শান্তির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে দায়িত্ব বৃহত শক্তিগুলির এবং নেতা হিসেবে আপনাদের। আপনার মত আমাদের আরও মানুষ দরকার যারা এই কাজ করবে। কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশেও।

ভদ্রলোক মসজিদ উদ্বোধনের জন্য সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, মার্কিন দূত ও অন্যান্য কংগ্রেস ম্যানের সঙ্গে হুযুর যেভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কথা বলেছেন তাতে তিনি আপ্লুত হয়েছেন।

এরপর যুক্তরাষ্ট্রে নিয়োজিত গ্যাম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত সম্মানীয় ডাওডা ফেডেরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতের সময় তাঁর সহধর্মীনী এবং রাজনৈতিক কাউন্সিলরও উপস্থিত ছিলেন।

নতুন সরকার কেমন কাজ করছে, সে প্রসঙ্গে কথা ওঠে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা এখন গ্যাম্বিয়ায় টিভি চ্যানেল খুলছি। গ্যাম্বিয়ান টিভিকেও আমরা প্রযুক্তিগত সাহায্য করছি।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জামাত সেখানে যে সব স্কুল ও হাসপাতাল খুলেছে, সেগুলি দেশের অনেক উপকার করেছে। শিক্ষাই তো দেশের উন্নতির ভিত। 'তালডিং কুনযাং'-এ জামাতের যে স্কুলটি রয়েছে, সেটি দেশের সর্বশ্রেষ্ট স্কুল।

এরপর কংগ্রেসম্যান গ্যারি কনোলি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তাঁর একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, তিন সপ্তাহ পূর্বে আমেরিকা এসেছিলাম। এর মাঝে গোয়েতেমালাও গিয়েছি, যেখানে আমরা একটি হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। সেই হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। ভদ্রলোক বলেন, গোয়েতেমালা খুবই সুন্দর একটি দেশ। তিনি বলেন, কিছুদিন পর থেকে দেশে তিন দিনব্যাপি নির্বাচন হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এর পূর্বেই রওনা হব।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আট লক্ষ ভোটার রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ভোট দেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, নির্বাচনের সময় যদি ভোটদান বেশি হয় তবে জেতা সহজ হবে। ভোটারদেরকে যদি ঘর থেকে বের করে আনতে পারলে আপনি জিতে যাবেন।

ভদ্রলোক জামাত প্রসঙ্গে বলেন, এখানে আপনাদের জামাত উন্নতি করছে। হুযুর বলেন, এখানে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের জামাত উন্নতি করছে। প্রতি বছর পাঁচ-ছয় লক্ষ মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। মোটকথা জামাত সর্বত্রই উন্নতি করছে।

প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত

প্রিন্স উইলিয়াম কাউন্টির চেয়ারম্যান বোর্ড সুভারভাইজার বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারকে কাউন্টিতে স্বাগত জানাই। এবছর আমি সেনেটের আসনেও প্রার্থী হয়েছি। এরজন্য হুযুর আনোয়ারের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ কৃপা করুন।

মার্টিন নোহে বলেন, আমিও প্রিন্স উইলিয়াম কাউন্টির বোর্ড সদস্য। আহমদীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমারও হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ঘর নির্মাণের স্বপ্ন পূরণের জন্য কাজ করা আমার জন্য গর্বের বিষয়। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমার কাউন্টিতেও আহমদীরা রয়েছেন। খুব বেশি সংখ্যায় না হলেও এখন তাদের সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হুযুর বলেন, আরও বৃদ্ধি পাবে, কেননা, অনেক অভিবাসী এখানে আসছে। যা শুনে তিনি বলেন, আমাদের কাউন্টিতে বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির মানুষের সংখ্যা খুব নগণ্য ছিল। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আমাদের বৈচিত্রময় পরিচয়কে আরও সমৃদ্ধ করেছে।

গ্যাম্বিয়ান রাষ্ট্রদূতও সস্ত্রীক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের দেশে জামাত আহমদীয়ার উপস্থিতিতে হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে যারপরানায় উপকৃত হচ্ছি। জামাত আহমদীয়া আমাদের দেশের মানুষের উপর অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সরকার এবং জামাতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও সুমধুর। এই সম্পর্কের উপর ভিত্তি করেই আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি।

প্রিন্স উইলিয়াম কাউন্টির স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান বাবর লতিফ সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারকে এখানে স্বাগত জানাই। আমাদের ব্যবস্থাপনায় মোট ৯২ হাজার ছাত্র শিক্ষার্জন করছে, যাদের মধ্যে অনেকেই আহমদী।

এডাম মানে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিনাগগের প্রতিনিধি হিসেবে। তিনি বলেন, আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মসরূর মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

এরপর যুক্তরাষ্ট্র জামাতের আমুরে খারজার ন্যাশনাল সেক্রেটারী অতিথিদেরকে অভিবাদন জানিয়ে পরিচিতিমূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর আরও তিনজন অতিথিও বক্তব্য প্রদান করেন।

সর্বপ্রথম কংগ্রেস ম্যান গ্যারি কনোলি সাহেব বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে বলেন: হুযুর আনোয়ারকে প্রিন্স উইলিয়াম কাউন্টিতে স্বাগত। মসজিদ মসরূরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব অনেক। হুযুর এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রের সফরে এসেছেন, যখন কিনা আমরা সমস্যাবলীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। প্রতিদিন কোনও না কোনও ঘটনা ঘটেই চলেছে। সম্প্রতি পিটসবার্গে সিনোগগেও ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' স্লোগানটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। হুযুরের সামনে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অতিথিগণ উপস্থিত আছেন যারা বহু সংস্কৃতি ও বৈচিত্রপূর্ণ সমাজের পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশের 'মোট্টো' এবং বৈশিষ্ট্য হল, এই

এর পর ১০ পাতায়

জুমআর খুতবা

জলসার উদ্দেশ্য হল ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি সাধন করা।

আমাদেরকে যেন বারবার বয়আতের উদ্দেশ্যাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়, এই কারণেই জলসার আয়োজন হয়।

যদি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতকে স্বার্থক করে তুলতে হয় তবে সঠিক অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করতে হবে।

ঈমান, বিশ্বাস ও মারেফত তখনই সমৃদ্ধ হয় যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রদি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

এই তিনটি দিনকে একটি প্রশিক্ষণ শিবির মনে করার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক

সব সময় স্মরণ রাখবেন, এই সংখ্যা বৃদ্ধি, মিশন ও সেন্টার স্থাপন বা মসজিদ নির্মাণ তখনই উপকারে আসে যখন এগুলির উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করা হয়।

যে সমস্ত আহমদী পাকিস্তানে বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলেন, এবং এখানে এসে অবাধ ও স্বাধীন জীবন করতে পারছেন, তাদের প্রত্যেকের উচিত পূর্বের থেকে বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণকে স্বার্থক করে তোলার, এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতিটি আদেশ মান্য করার বিষয়ে তখনই পথপ্রদর্শক হওয়া যায়, যখন হৃদয়ে প্রকৃত ভালবাসা থাকে।

জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রেমে বিভোর হওয়া কোনও সাধারণ কথা নয়। এর জন্য কঠোর সাধনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন।

জলসা সালানার উদ্দেশ্য পুরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ভালবাসায় 'হুকুকুল্লাহ' ও 'হুকুকুল ইবাদ' পালন করে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের স্বার্থকতা পূর্ণ করার উপদেশ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ২৭সেপ্টেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৭তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ডের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। আর বেশ কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'লা আমাকেও আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফীক দিচ্ছেন। গত কয়েক বছর ধরেই আমীর সাহেব আমাকে (এখানকার) জলসায় অংশগ্রহণেরঅনুরোধ করছিলেন কিন্তু জামা'তী অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। যাহোক, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আজ আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফীক দিচ্ছেন। গত কয়েক বছরে হল্যান্ড জামা'তের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এক-তৃতীয়াংশ তো অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই পাকিস্তান থেকে এখানে হিজরত করেছেন আবার কিছু নতুন লোকও জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাহোক বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের ন্যায় হল্যান্ড জামা'তও তাদের সদস্য সংখ্যা ও সামর্থের দিক থেকে উন্নতি করছে। বইপুস্তক প্রকাশের কাজও এখন এখানে উত্তমভাবে হচ্ছে। নতুন সেন্টার এবং একটি মসজিদও জামা'তেরহাতে এসেছেযদিও আমি এখনো সেটি দেখি নি তবে লোকমুখে আলমিরা-র মসজিদের সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছি যে, আপনারা খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী সপ্তাহে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হবে। সেখানে ইতোমধ্যে নামাযপড়া শুরু হয়ে থাকবে এবং পড়া হচ্ছে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখবেন, সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি বা মিশন হাউজ বা সেন্টার বানানো অথবা মসজিদ নির্মাণ করা কেবল তখনই কল্যাণপ্রদ হয় যখন এসবের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়। অতএব এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আর পাশাপশি এ বিষয়টিও দেখা এবং অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের কী কী উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে?

আমি যেমনটি বলেছি, বিগত কয়েক বছরে বহু আহমদী হিজরত করে এখানে এসেছেন এবং এখানকার জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন হিজরত করেছেন? এই কারণে যে, বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই, ধর্মের নামে আহমদীদেরকে নির্যাতন করা হয়, তাদের অধিকার হরণ করা হয়, শুধু মাত্র এই দোষে যে, তারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী যুগ ইমামকে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে এবং তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এ কারণে বাধা দেওয়া হয় কেননা আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের হাতে বয়আত করেছি! মসজিদ নির্মাণ তো দূরের কথা, নিজেদের লোকদের তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে জলসা ও ইজতেমা করতেও আমাদের বাধা দেয়া হয়, বরং আইনগত দিক থেকে নিজেদের ঘরেও নামায আদায় করার অধিকার আমাদের নেই। কুরবানীর ঈদে আমরা পশু কুরবানী করতে পারি না,আইন আমাদেরকে এর অনুমতি দেয় না, একারণেও মামলা হয়, আর এ কারণেও যে, এতে নামসর্বস্ব ওলামা এবং

তাদের চেলা-চামুণ্ডাদেরঅনুভূতিতে আঘাত লাগে। অতএবএমতাবস্থায় বহু আহমদী পাকিস্তান থেকে হিজরত করে অন্যান্য দেশে চলে যায় বা চলে গেছে যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে।

আপনাদের মাঝেও যারা এখানে হিজরত করেছেন, তাদের এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতাও রয়েছে এবং আর্থিক ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভ হয়েছে।অতএব প্রত্যেক আহমদী, যে সেসব বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত, স্বাধীনজীবন যাপন করছে, যার সে পাকিস্তানেসম্মুখীনছিল, এ কারণে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যেদায়িত্ব বর্তায় তা যথাযথভাবে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। (শুধু) এ কথায় আনন্দিত হয়ে যাওয়া উচিৎ নয় যে,আমরা স্বাধীন, আর এমন কোন বিধিনিষেধ আমাদের ওপর নেই যা আমাদেরকে নিজেদের ধর্মের ওপর আমল করতে বাঁধা দেয়। আমাদের কর্ম যদি আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশাবলী সম্মত না হয়, আমরা যদি নি জেদের মাঝে পূর্বের চেয়েঅধিক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা না করি আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ পূর্বের তুলনায় অধিক আমাদের দ্বারা প্রকাশ না পায় তাহলে এই স্বাধীনতায় কী লাভ? এসব জলসায় যোগদান করে কীলাভ? এসব মসজিদ নির্মাণ করে লাভ কী?এই স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে তখন লাভজনক হবে যখন আমরা বয়আতের পর করণীয় পালন করবো।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব জলসা অনুষ্ঠান করার ঘোষণাও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েই করেছিলেন আর এজন্য করেছিলেন যেন এসব জলসার কারণে আমাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদানকারী হই আর এর সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের লাভহয়, আমরা নিজেদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকারী হই, নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও জ্ঞানগত মানের উন্নয়ন সাধনকারী হই, আর এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ও তাঁর হাতে বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, এই অধমের হাতে বয়আতকারী সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বয়আত করার উদ্দেশ্য হলো, জগতের মোহ শীতল হওয়া আর মহাসম্মানিত প্রভু ও প্রিয় রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা মনমস্তিষ্কে ছেয়ে যাওয়া আর এমনভাবে জগৎবিমুখ হওয়া যার কল্যাণে পরকালের যাত্রা আর কষ্টদায়ক মনে হবে না।

(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৫১)

অতএব অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, আমার হাতে বয়আতের পর কেবল মৌখিক দাবির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকো না বরং নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি তখন হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসা থেকে অগ্রগণ্য হবে। তাই বয়আতের শর্তসমূহেও তিনি এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, বয়আতকারী আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশকে সকল বিষয়ে কর্মপন্থা আখ্যা দিবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে নিজের সকল বিষয়ে তখনই পথ-প্রদর্শক বানানো যেতে পারে যখন প্রকৃত ভালোবাসা থাকবে। অতএব এসব জলসা এজন্য আয়োজন করা হয় যেন বার বার আমাদের এ কথা স্মরণ করানোর ব্যবস্থা থাকে যে, আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য কী? এটি কোন সামান্য বিষয় নয় যে, জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে, এর জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যেহেতু বয়আতের অঙ্গীকার করেছি তাই আমাদের এই চেষ্টা-সাধনা করা উচিত এবং করতে হবে। আমাদেরকে ইবাদতের জন্য জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়তে হবে, জাগতিক ব্যস্ততাকে আল্লাহ্তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য উপেক্ষা করতে হবে। যে বিষয় আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথে বাধ সাধে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের চাকরি এবং আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানে বাধা দেয় তাহলে হযরত মসীহ্মওউদ (আ.)-এরজামা'তভুক্ত থাকার জন্য এসব মন্দ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, এসব প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে হবে। অনুরূপভাবে আমাদের আমিত্ব, আমাদের নামসর্বস্ব জাগতিক সম্মান ও খ্যাতি, আমাদের স্বার্থপরতা-প্রসূত চিন্তাভাবনা এবং আমাদের কর্ম যদি মানুষের অধিকার প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এটিও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। সৃষ্টির অধিকার প্রদানের নির্দে শও আল্লাহ্ তা'লাই প্রদান ক রেছেন। আর এই নির্দেশ অমান্য ক রে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত থাকার উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি।

এরপর যে বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো- রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়েঅধিক হওয়া উচিত,তাদের সবার উর্ধ্বে হওয়া উচিত, কেননা এখন একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমেই খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল ক রে এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। এখন মহানবী (সা.)-ই দোয়া গৃহীত হওয়া ও শুভ পরিণতিলাভের একমাত্র মাধ্যম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

দেখ! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ তখন আল্লাহ্ তা'লাও ভালোবাসবেন যখন তোমরা খোদার প্রিয় রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করবে, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করবে, তাঁর আদেশ মান্য করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার একমাত্র পথ হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা,এছাড়া আর কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করতে পারে। এক-অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, আমরা শুধু এক-অদ্বিতীয় খোদার সন্ধান করব, আর কোন কিছুর সন্ধান করব না, অন্য কিছুকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাব না। তিনি (আ.) বলেন, শির্ক ও বিদআত পরিহারকরা উচিত। সামাজিক প্রথা ও কামনাবাসনার দাসত্ব করা উচিত নয়। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! আমি পুনরায় বলছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যপথ (অনুসরণ করা) ছাড়া আর কোনভাবেই মানুষ সফল হতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের কেবল একজনই রসূল আর কেবল একটিই কুরআন সেই রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যার আনুগত্য করে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৪-১২৫)

তিনি (আ.) বলেন, তোমরা স্মরণ রেখ যে, কুরআন শরীফ এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশ পালন, আর নামায -রোযা ইত্যাদি সুন্নতসম্মত পদ্ধতি ছাড়া, খোদার অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার খোলার অন্য কোন চাবি নেই। এটিই একমাত্র পথ, এছাড়া আর কোন পথ নেই। অতএব এসব কল্যাণরাজি অর্জনের জন্য মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা আর এই ভালোবাসার কারণে তাঁর (সা.) এর নির্দেশাবলী মেনে চলাও আবশ্যক। যদি এটি না হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তাহলে আমার হাতে বয়াত করা অর্থহীন। তোমাদের এখানে জলসাসমূহে একত্রিত হওয়াও অর্থহীন। তিনি(আ.) বলেন, আমি তো খোদার সেই প্রেমাস্পদেরপ্রেমিক। অতএব তোমরা যদি আমার বয়আতভুক্ত থাকতে চাও তাহলে আবশ্যিকভাবে তোমাদেরও আমার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসতে হবে।

এরপর বলেন, তোমরা নিজেদের মাঝে জগৎ বিমুখতার বৈশিষ্ট সৃষ্টি কর। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি কর যা জগতের ক্রীড়া-কৌতুক ও চাকচিক্য থেকে তোমাদের পৃথ ক করে দিবে। তোমাদের প্রতিটিকর্ম যেন আল্লাহ্তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশের অধীন হয়ে যায়। নিশ্চয় জাগতিক আয়-উপার্জন এবং জাগতিক কাজ-কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়, আল্লাহ্ তা'লাই এগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ (রা.) এসব কাজ করতেন। তারাও ব্যবসা করতেন, বাণিজ্য করতেন। তাদের বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তারাও লক্ষ-কোটি টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করতেন এবং লক্ষ-কোটি টাকার সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাদের কাছে ছিল অগ্রগণ্য। আর এই বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকতো যে, আমাদেরকে যথাযথ ভাবে খোদার ইবাদতও করতে হবে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশাবলী পালনও করতে হবে। তাদের এই উৎকণ্ঠা থাকতো যে, কোথাও আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ না হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রেমাস্পদআমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আজকাল খুতবায় আমি সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছি; তাতে

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

বহু সাহাবীর দৃষ্টান্ত সামনে আসে। তাদের ইবাদতের মান ছিল অনেক উন্নত, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের মান ছিল অকল্পনীয়, মহানবী (সা.)-এর জন্য তাদের ভালোবাসার আবেগ ছিল আসাধারণ। অতএব তারা এই চিন্তায় থাকতেন যে, আমাদের হাতে এমন কোন কাজ সংঘটিত না হয়ে যায়, যা আমাদের প্রেমাস্পদকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট করবে! সুতরাং আমাদের মন-মস্তিষ্কেও এই বিষয়টি জাগ্রত থাকা উচিত যে, যাবতীয় জাগতিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসায় কোন ঘাটতি আসতে দিব না, আর এর জন্য সাধ্যমত আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী পাল নের চেষ্টা করতে হবে; আর নিজেদের অবস্থা উন্নত করার জন্য এবং জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকেকল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য ও নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্যই আমরা এই তিন দিবসীয় অনুষ্ঠানে সমবেতহয়েছি।

সুতরাং এটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এটিই আমাদের চিন্তাচেতনা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভাবতে হবে যে, আমাদের এখানে তিনদিনের জন্য একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এটিই যে, আমরা যেন এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হই, নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করি এবং নিজেদের পাপসমূহ দূর করি, আর এই দিনগুলোতে ইবাদতের পাশাপাশি যিকরে ইলাহী ও ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগী হই। যদি আমাদের এই চিন্তাচেতনা না থাকে, তবে আমাদের জলসায় আসা বৃথা। বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, এই তিনদিনকে একটি প্রশিক্ষণ শিবির মনে করা এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে; আর তা হয়েও যায় যখন মানুষ একটি পরিবেশ থেকে বাহিরে যায়; সেগুলো দূর করার চেষ্টা করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে জলসার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"যথাসম্ভব সকল বন্ধুর কেবলমাত্র আল্লাহ্র খাতিরে, ধর্মীয় কথা শুনার জন্য এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য উক্ত তারিখে চলে আসা উচিত; তিনি বলেন, আর এই জলসায় এমনসব তত্ত্ব ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াবলী শোনার ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক।"

(আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েণ, খণ্ড-৪, পৃ: ৩৫১-৩৫২)

অতএব জলসার উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। তিনি (আ.) এক স্থানে, এক উপলক্ষ্যে এটিও বলেছেন যে, এটি জাগতিক মেলার মতো কোন মেলা নয় যে, আমরা একত্রিত হলাম আরহৈ হুল্লোড় করলাম এবং সমবেত হলাম আর নিজেদের সংখ্যা প্রকাশ করলাম, এটি উদ্দেশ্য নয়। অতএব জলসায় আগমনকারী পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ সকলের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তার ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। ঈমান, বিশ্বাস এবং আল্লাহ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পেলেই আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। যদি আল্লাহ তা'লার মর্যাদা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মর্যাদাই আমাদের জানা না থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসই না থাকে তাহলে তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি কীভাবে হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেই ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে।

অতএব আমাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমরা শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তির জন্য এক স্থানে একত্রিত হয়েছি আর খোশগল্প করে সময় কাটিয়ে আমরা চলে যাব। যদি চিন্তা ভাবনা এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জলসায় আসা বৃথা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুণ্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে, যার মাঝে সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত–

তিনি বলেন, প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ হোক বা না হোক নেকী করা উচিত শুধু যেন খোদা তা'লা প্রসন্ন হন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় আর তাঁর নির্দেশ পালিতহয়। অতএব এটি হলো প্রকৃত ভালোবাসার দর্শন অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা যাতে ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত আর আল্লাহ তা'লার বান্দাদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। আর এসব নির্দেশাবলী আমরা এ উ দ্দেশ্যে পালন করব না যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন বা কোন পুণ্য লাভ হবে। এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন নেককর্মকে প্রতিদানশূন্য রাখেন না। তিনি অবশ্যই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। প্রকৃত ঈমানের দাবি হলো, যেমনটি তিনি (আ.) বলেছেন যে, বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো এ আশায় নেককর্ম করা উচিত নয় বরং এজন্য করা উচিত যে, আমাদের খোদার নির্দেশ হ লো সৎকর্ম কর। তিনি (আ.) বলেন, ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন এই ভ্রান্ত ধারণা এবং সন্দেহ মাঝ থেকে দূর হয়ে যায়। পুরস্কার পাবো কি পাবো না এমন চিন্তায় মগ্ন হয়ো না। এমন চিন্তা মনে বাসা বাঁধলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যদিও এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন পুণ্য কাজকে বৃথ া যেতে দেন না, إِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (সূরা তওবা: ১২১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো নষ্ট করেন না।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭১-৩৭২)

তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কারের বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত নয়। অতএব প্রকৃত পুণ্য হলোকোন প্রকার লোভ-লালসা বা পুরস্কারের আশা না রেখে পুণ করা। আর এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের আল্লাহ্র বান্দাদের সাথেও উত্তম আচরণ করা উচিত এবংপরস্পরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা উচিত; আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মনে করে করা উচিত অর্থাৎ একে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। এটি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ এবং তাঁর সুন্নত। তিনি (সা.) নির্দেশ দি য়েছেন যে,একে অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা কর এবং উন্নত চরিত্র প্রদর্শন কর, তাতেবান্দার পক্ষ থেকে এর প্রতিদান লাভ হোক বা না হোক। আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সেই পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতএব যেখানে আমাদের খোদা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আমাদের কত বেশি দায়িত্ব বর্তায়, তাঁর সন্তু ষ্টি অর্জনের জন্য সেই সমস্ত কথা মেনে চলা যা করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত পাপ এড়িয়ে চলা যা এড়িয়ে চলার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন।

এখানে অর্থাৎ এসব উন্নত দেশে এসে এবং স্বাধীনতার নামে সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার পরিবেশে এসে আমাদের স্বীয় অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টিরাখার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে।কখনো কখনো স্বচ্ছলতা পুণ্যকাজ সম্পাদনে বাধা হয়ে যায়। অবস্থা ভালো হলে মানুষ তার অতীতকে ভুলে যায়। আমরা মনে করি, অমুক পার্থিব কাজ যদি না করি তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রিযিকদাতা হলামআমি। অতএব, এ বিষয়টি সাধারণত জগৎপূজারীদের মাঝে দেখা যায় যে,তার দৃষ্টি এদিকে থাকে যে, কোথাও আমার ক্ষতি না হয়ে যায়। এভাবে খোদার অধিকার প্রদান করে না আর দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যেও অনেকে এমন আছে যারা নিজেদের ব্যস্ততার কারণে নিজেদের নামাযকে জলাঞ্জলি দেয়। নামাযের সময়ে অন্য কোন কাজ থাকলে নামায ছেড়ে দেয় বা কখনো পরে নামায জমা করে পড়ে নেয় কিংবা কখনো পড়েই না আর ভুলে যায়। কিন্তু পার্থিব কাজ পরিত্যাগ করে না। অতএব এ থেকে আমাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত।অথবা এত দ্রুত নামায পড়ে যেন এটি একটি বোঝা যা কাঁধ থেকে নামাতে হবে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এটি আল্লাহ্ তা'লারপ্রতি ভালোবাসা নয়, এটি তো ইহজগতের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অতএবহযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি যদি পূর্ণ করতে হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, এই সত্যকে অনুধাবন কর যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসায় রঙিন হয়ে ইবাদত করতে হয়। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৭)

এটিই প্রকৃত বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর আর কেবল দায়িত্ব মনে করে মাথা থেকে বোঝার মতো নামিও না, বরং ফরযে বা দায়িত্বপালনে ব্যক্তিগত ভালোবাসা যেন থাকে এবং তাতে রঙিন হয়ে যেন ইবাদত করা হয়। আরব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় যদি ইবাদত করা হয় তাহলে জাগতিক সব উদ্দেশ্য নিঃশেষহয়ে যাবে। তখনই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যথার্থতা প্রকাশিত হবে। আর পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী উঠে গেলে খোদা এমন স্থান থেকে রিযিক দিবেন যা মানুষের কল্পনা বা ধারণায়ও থাকে না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা তালাক: ৩-৪) অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কোন না কোন এমন পথ উন্মুক্ত করবেন আর তাকে সেখান থেকে রিযিক দিবেন যেখান থেকে রিযিক পাওয়ার কোন ধারণা-ই তার থাকে না। এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অতএব স্বাচ্ছন্দ্য লাভের নীতি হলো তাকওয়া। এরপর তিনি বলেন, এটি একান্ত সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের কখনো ধ্বংস করেন না বরং তাদেরকে অন্যদের সামনে হাত পাতা থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো- কোন ব্যক্তি যদি খোদাপ্রেমী এবং সত্যিকারের মু'মিন হয় তাহলে তার সাত প্রজন্মের ওপর খোদা তা'লা স্বীয় রহমত এবং বরকতের হাত রাখেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

এবং তাদের সুরক্ষা করেন, কেবলমাত্র সে ছাড়া যে দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন কাজ করে বসে যার ফলে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন,

"মানুষের উচিত সকল মাধ্যম জ্বালিয়ে দেওয়া বা ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ যে মাধ্যম বা রশিই আছে সেগুলোর সব জ্বালিয়ে দাও আর কেবলমাত্র আল্লাহ্র ভালোবাসার মাধ্যমকেই অবশিষ্ট রাখ। শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হবে, একটি রশি হবে আর একটিই উপায় আছে বলে জ্ঞান করবে যার মাধ্যমে তুমি সবকিছু অর্জন করবে আর তা হলো আল্লাহ্র ভালোবাসার মাধ্যম। তিনি (আ.) বলেন, এটি সত্যকথা, যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায়, খোদাও তার হয়ে যান। অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন, এমন হয়ে যাও যেন খোদার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃপার নিদর্শন তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির দীর্ঘজীবী হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখভোগ হয়ে থাকে, তার দীর্ঘজীবী হওয়া কী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘায়ু লাভ করা এবং ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ লাভ করা, তার এতে কী লাভ হবে? তার মাঝে তো খোদার কোন অংশ নেই। তিনি বলেন, সে তো তার জীবনের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভালো খাবার খাওয়া ও মন ভরে ঘুমানো আর স্ত্রী-সন্তান এবং ভালো বাড়ি অথবা ঘোড়া ইত্যাদি রাখা কিংবা ভালো বাগান অথবা ফসলের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। সে তো কেবল পেটপূজারী ও তার পেটের দাস হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা নয় এবং তাঁর ইবাদতকারী নয়, বরং সে বান্দা আখ্যায়িতই হতে পারে না, সে কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থের পূজা করছে। আমার সহায়-সম্পত্তি থাকতে হবে, ধন-দৌলত থাকতে হবে, ঘরবাড়ি থাকতে হবে, গাড়িঘোড়া থাকবে;এটিই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে ঘোড়া রাখা হতো তাই ঘোড়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, বর্তমানে গাড়ির দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেন উন্নত ধরনের গাড়ি থাকে। শুধু এগুলোই লক্ষ্য নয়, হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'লা যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা থেকে অবশ্যই কল্যাণমণ্ডিত হওয়া উচিত; কিন্তু এটি যেন লক্ষ্য না হয়। যদি এটিই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো সে শুধুমাত্র সেসব বস্তুরই দাস এবং সেগুলোরই উপাসনা করে। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা ও তাঁর ইবাদতকারী আখ্যায়িত হতে পারে না বরং সে তার স্বার্থের পূজা করছে। তিনি বলেন, সে তোশুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও জৈবিক ভোগবিলাসকেই তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, এটিই তার কামনা-বাসনা। কিন্তু খোদা তা'লা মানব সৃষ্টির পরম লক্ষ্য এবং মৌলিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭)অর্থাৎ, আর আমি মানুষ ও জিনকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তিনি বলেন, অতএব তিনি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন,এখানে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার ইবাদতই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর কেবল এই লক্ষ্যেই পুরো বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য বাসনাই দেখা যায়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৪৬-২৪৭)

অর্থাৎ এখন বা বর্তমানে পৃথিবীতে যা হয়তা সম্পূর্ণভাবে এর বিপরীত, ঠিক এর উল্টোটা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন বাসনা লালন করে। তারা জাগতিকতার পিছনে ছুটছে এবং তাদের অন্যান্য বাসনা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের চাওয়াপাওয়া অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার বাসনার চেয়ে জাগতিক বাসনা বেড়ে গেছে। সুতরাং এসব বিষয়দেখে আমাদের চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত যে, আমরা কীভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারি। শুধু এই পার্থিব জীবনেরই চিন্তা করবেন না। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের শ্রম শুধুমাত্র যেন এই জগত অর্জনের জন্য ব্যয় না হয়ে যায়, বরং আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা যেন আমাদের সকল শক্তি-সামর্থকে নিয়োজিত করতে পারি। এসব দেশে এসে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি লাভ করার চেষ্টায় তার ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, আমাদের ইচ্ছা এবং চাওয়া-পাওয়া যেন ভিন্ন না হয় বরং আমরা যেন স্বীয়স্রষ্টাকে চিনে আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্জনকারী হই। আর এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়নকারী হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি প্রেরিত হয়েছি ঈমানকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করাআর মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য, কেননা প্রত্যেক জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে আর পরকালকে শুধুমাত্র একটি কিচ্ছা-কাহিনী মনে করা হয়। মৃত্যুত্তর জীবনকে তো কেউ বুঝেই না, মনে করে এটি এক গল্প এবং কাহিনী, কিছুই হবে না। তিনি (আ.) বলেন, আর প্রতিটি মানুষ নিজব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে, এই জগৎ এবং জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তির ওপর সে যতটা বিশ্বাস রাখে এবং জাগতিক উপায় উপকরণের প্রতি তার যতটা আস্থা রয়েছে তদ্রুপ বিশ্বাস এবং আস্থা আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের উপর তার মোটেই নেই। মুখে এক কথা কিন্তু হৃদয়ে জগত-প্রেমের প্রাধান্য বিদ্যমান। মুখে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নাম রয়েছে কিন্তু অন্তরে পার্থিব ভালোবাসা প্রবল আর কর্মের মাধ্যমে এ প্রাবল্য প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের মধ্যে যখন খোদাপ্রেম শীতল হয়ে গিয়েছিল তখন মসীহ্ আগমন করেছিলেন তাদেরকে ধর্মের পথে এবং খোদার দিকে আনয়নের জন্য আর এখন আমার যুগেও একই অবস্থা বিরাজমান। অতএব, আমিও প্রেরিত হয়েছি যেন পুনরায় ঈমানের যুগ আসে এবং হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ২৯১)

অতএব, আজ আমাদের কাজ হলো- তাঁর হাতে বয়াত করার দাবি পূর্ণ করেখোদাপ্রেমের ময়দানে এগিয়ে যাওয়া, নিজেদের অন্তরে তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করা আর খোদা তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে ইহজগৎ ও এর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে পেছনে ঠেলে দেয়াএবং নিজেদের ভেতর এসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির পাশাপাশি এ সমাজকেও খোদা তা'লার নিকটতর করার চেষ্টা করা। আজ জগদ্বাসী খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে এবং প্রতি বছর খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকেও এবং অন্যান্য ধর্মেও, বরং কখনো কখনো মুসলমানদের মধ্য থেকেও বহু সংখ্যক লোক খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে পড়ছে এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করছে।

অতএব, এমন লোকেরা যেখানে খোদাকে অস্বীকার করছে, এরূপপরিস্থিতিতে আমাদেরকে নিজেদের অন্তরে খোদাপ্রেম সৃষ্টি করে পৃথিবীবাসীকেও খোদা তা'লার অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তখনই আমরা এ জলসার উদ্দেশ্যকেও পূর্ণকারী হতে পারব এবং তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে কৃত বয়আতের দাবি পূর্ণ করতে পারবে। শুধু নিজেদের ভেতর খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসাসৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের কাজ কেবল এতটুকুই নয়, বরং আমাদের কাজ এথেকে অনেক বেশি। আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়েও খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসাসৃষ্টি করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেহবে। একইসাথে যেমনটি আমি বলেছি, পৃথিবীবাসীকেও খোদা তা'লার অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে তাঁর মিশন এবং উদ্দেশ্যকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদেরও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন।

জলসার এই দিনগুলো নিজেদের ইবাদতের মানবৃদ্ধি এবং তার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদের ব্যয় করা উচিত। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালাবাসায় সদা অগ্রসরমান থাকি এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কামনা বাসনা যেন কখনো আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। আর এটাও স্মরণ রাখুন যে, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ছাড়া কখনোসম্ভব নয়। কাজেই তাঁর অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্যও অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর এদিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

****

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী উত্তীর্ণ ছাত্রদের উদ্দেশে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

পূর্ববর্তী সংখ্যা ৪২-এর পর

এখানে আপনাদের সামনে নযমের একটি পঙক্তি লাগানো রয়েছে:

রুয়ে যমীন কো খোয়া হিলানা পড়ে হামেঁ। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতেও আমরা পিছপা হব না। আমি অনেক সময় দেখেছি, পৃথিবী কাঁপানো তো দূরের কথা, অনেকে তো সংবাদ মাধ্যম বা সমাজের সামান্য চাপে নতি স্বীকার করে নেই। বা স্বাধীনতার নামে প্রণয়ন করা সেই সব দেশের অনুচিত আইন-কানুনের প্রভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তে তাদের কথা মেনে নিয়ে চুপ করে যায়। আমরা পৃথিবী তখনই কাঁপাতে পারব যখন আমাদের ঈমান বলিষ্ঠ হবে এবং এই দৃঢ় ঈমানে নিয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হব।

কুরআন করীম যদি সমকামিতাকে এক প্রকার নোঙরামি বলে থাকে, তবে পৃথিবীর যত সব আইন তৈরী হোক না কেন এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি ইসলাম ঘোষণা দেয় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বিভাজন বা পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য থাকা উচিত, উভয়ের পরস্পর করমর্দন করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এই বিষয়টিকে আপনাদেরকে সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারসমূহ রয়েছে। স্বাধীনতার নামে যদি এরা পথভ্রষ্ট হতে থাকে তবে বিচক্ষণতার নামে তাদের যুক্তি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে এর থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য আপনাদেরকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মীমাংসা এবং সম্মতি জানানোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বিচক্ষণতা হল অবিচলভাবে কোন বিষয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় বর্ণনা করা। অর্থাৎ কোন কথা বলে ফেলার পর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে তার কাছে নতি স্বীকার যেন না করা হয়। বা সেই কথার এমন ব্যাখা উপস্থাপন করতে আরম্ভ না করেন যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ যদি লড়াই হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান। আর যাইহোক আমরা লড়াই-ঝগড়া করব না। কিন্তু আমাদের যে অবস্থান ও মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যে আদেশ দিয়েছেন তা থেকে আমরা কখনও পিছপা হব না। কেবল একটি সংবাদ মাধ্যম কেন সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমাদের বিরুদ্ধে কলামের পর কলাম লেখা আরম্ভ করলেও আপনারা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবেন। এ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আর এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকারও নেই যে যদি আমরা তাদের কথা মানি তবে হয়তো আমরা জামাতে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছাতে পারব না। ইসলামের বাণী যে করে হোক অবশ্যই পৌঁছাবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন আমাদের বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ তা"লা কুরআন করীমেও বলেছেন, " আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব।" এত সব প্রতিশ্রুতি থাকার পরও আমাদের প্রচার হয়তো পৌঁছাবে না , এমন ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আর এটি বিজ্ঞতা নয় বরং কাপুরুষতা। একজন মুবাল্লিগ বা একজন পদাধিকারের কাছ থেকে এমন কাপুরুষতাপূর্ণ আচরণ যেন প্রকাশ না পায়। একমাত্র তখনই আপনারা যুগ খলীফার সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়া জামাতের সদস্যদেরকে এই উপলব্ধি তৈরী করতে হবে যে, আপনাদের জ্ঞান কেবল পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আপনারা সেই জ্ঞান নিজেদের জীবনেও বাস্তবায়িত করে চলেছেন। আপনারা সেই সকল মৌলবীদের মত নন যারা মেম্বারে দাঁড়িয়ে শুধু ভাষণ দেয়, কিন্তু নিজেদের বেলাতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের মাপকাঠি বদলে যেতে থাকে। এর বিরপরীতে যেন এমনটি হয় যে, আপনারা যা কিছু বলেন , তা নিজেও করে দেখান। যদি আপনারা জামাতের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এই অনুভুতি সৃষ্টি করতে পারেন তবে জামাতের সদস্যদের মনে আপনার প্রতি সম্মান কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। কোন জাগতিক তোষামোদ বা বিচক্ষণতার পরিণামে সম্মান বৃদ্ধি পায় না। সম্মান দিয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। আর এটি তখনই হবে যখন আপনাদের কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছ ব্যবহারিক বিষয় আপনাদের সামনে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনারা সব সময় বিচার-বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে জামাতের উপকার হয়। যেমন খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা যেমন নিজেও বুঝে শুনে খরচ করবেন তেমনি পদাধিকারীদেরকে সেভাবে খরচ করার জন্য বোঝানোও আপনাদের কাজ। আমরা দরিদ্র জামাত। কয়েকজন মানুষের চাঁদার অর্থে আমাদের ব্যয় নির্বাহ হয়। জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী দরিদ্র বা তাদেরকে খুব ধনী বলা যায় না। এই কারণে আপনাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা দরকার আমাদের যে চাঁদা আসে তার তুলনায় যেন ব্যয় কমপক্ষে হয়। এবং কম খরচে বেশি কাজ করার চেষ্টা করুন। অর্থনীতির একটি নীতি হল সফলতা সেই লাভ করে যে কম খরচে বেশি লাভ করতে পারে। অতএব আপনাদেরকেও একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনেক বড় বড়। এবং ইনশাল্লাহ্ আল্লাহ্ সেগুলিকে পূর্ণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সমস্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছেন সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখ।" জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা একজন মুরুব্বী, মুবাল্লেগ, ওয়াকফে যিন্দগী সব থেকে বড় দায়িত্ব। সব সময় যেন আপনাদের কাছে জামাতের সম্মান ও মহত্ব প্রাধান্য পায়। আর এটি তখনই সম্ভব, যেরূপ আমি পূর্বে বলেছি, যখন আপনারা সব সময় নিজেদের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখবেন, একদিকে আপনাদের ইবাদতের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি নৈতিকতার মানও যেন উচ্চ হয়। প্রত্যেক বিষয়ে আপনারা যেন অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হন। যখন বাড়িতে থাকেন তখন আপনার পরিবারের সামনে উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। আর আপনি যখন বাড়ির বাইরে আছেন তখন কথাবার্তা ও চাল-চলনে যেন উচ্চ মান বজায় থাকে। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যেন উন্নত দৃষ্টান্ত থাকে এবং প্রত্যেকে যেন আপনাকে দেখে বলে যে, এরা জামাতের আহমদীয়ার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের দ্বারা কখনও এমন কোন কাজ সম্পাদিত হয় না যা জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এরা এমন মানুষ যারা নিজেদের সম্মানকে বাজি রেখে জামাতের সম্মান ও মহত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। অতএব আপনাদেরকে এই মানে উপনীত হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " তোমাদের একটি লক্ষ্য হওয়া থাকা উচিত।" আর সেই লক্ষ্য কি? نَسْتَعِيْنُ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

এটিই সেই লক্ষ্য যা মোটের উপর জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটি একটি ব্যপক কাজ। যখন আমরা ইইয়া কানাবুদু বলি, তখন আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি কেবল কর্তব্য নয় এটি হল চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জামাতের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও। এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া, কখনও কোন মানুষের সামনে মস্তক না নোয়ানো।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

কোন ব্যক্তির কারণে জাগতিকতার প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্‌র তা'লার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। কেননা মানুষ ভুলে ভরা। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সব সময় এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাকে সহজ -সরল পথে পরিচালিত কর। যাতে আমি এমন কোন প্ররোচনায় পা না দিই যার কারণে জামাতের সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত আসে, জামাতের মহত্বের উপর আঘাত আসে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং মুরুব্বী পদবি গ্রহণ করে তার উপর আঘাত আসে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একজন নিজের কোন অনুচিত কাজের দ্বারা কেবল নিজের সুনাম হানিই করে না বরং সমগ্র জামাতের সুনাম হানির কারণ হয়। অতএব اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ যেন সব সময় আপনাদের দৃষ্টিপটে থাকে এবং এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। এবং اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন। অতএব যখন এমন পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন একমাত্র তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে আমরা সেই চারটি বিষয়ের উপর আমলকারী হব এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনকারী হব। এই কথাটি সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আর এই বিষয়গুলির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকওয়াও যেন থাকে। প্রত্যেক মুরুব্বীর তাকওয়া উচ্চ মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বুযুর্গের কাপড়ে সামান্য দাগ লেগে ছিল আর সেই দাগ তিনি ধুচ্ছিলেন। তার এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করল যে, হুযুর আপনি তো ফতওয়া দিয়ে রেখেছেন যে, এটুকু দাগকে নোঙরা বলা চলে না, এতে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করা বৈধ। আপনার কাপড়ও তো পরিস্কার রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, আমি যেটি তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটি হল ফতোয়া বা নিদান। আর আমি যেটি করছি সেটি হল তাকওয়া। অতএব একজন মুরুব্বীকে ফতোয়া ও তাকওয়ার মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য নিজেদের মানকে সমুন্নত করতে হবে। এবিষয়টি সব সময় স্মরণে রাখবেন। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখলে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা আপনারা কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের মুবাল্লিগের ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ করুক আপনারা সকলে আমার কথা গুলি কেবল ডাইরিতেই লিখে না রেখে বরং কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এগুলিকে বাস্তবায়িতও করেন এবং একজন দৃষ্টান্ত-স্থানীয় মুবাল্লিগ হয়ে উঠুন। আপনারা যেন সেই বিপ্লব সাধনকারী হয়ে ওঠেন যাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে পাঠিয়েছেন এবং আপনারা যেন খিলাফতে আহমদীয়ার যথার্থ বাহুশক্তি হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।"

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন,সুম্মা আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

শেষাংশ ৯ পাতায়...

লরেন একহার্ড নামে এক অতিথিনী বলেন, আমি ত্রিশ বছর থেকে এলাকায় বাস করছি। এখনকার অবস্থার পরিবর্তন হতে দেখেছি। সম্প্রতি গুলি চালানোর ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমন সময়ে এই মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষ থেকে ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার বাণী পাওয়া অসাধারণ অনুভুতি এনে দেয়। আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করায় আমি যারপরনায় আনন্দিত। এখানে এসে আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। এই এলাকার সৌন্দর্যে মসজিদ এক নতুন সংযোজন। এর থেকে আমার জন্য কোনও বিপদ নেই, এটি তো শান্তির স্থান। আমি মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও আমাকে এখানে আমন্ত্রিত করা হয়েছে, স্বাগত জানানো হয়েছে। এটিই আমাদের সমাজের প্রয়োজন। আমি বলতে চাই যে, এখন আপনাদের আরও অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠানও হবে। সেই অনুষ্ঠানগুলিতে মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরকেও আহ্বান করুন।

একজন ইহুদী ও একজন খৃষ্টান মহিলা নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। সর্বত্র ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছিল। খলীফাতুল মসীহ দশ বারের বেশি 'ভালবাসা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটিও খুব সুন্দর বাণী। আমাকে একটি লিফলেটও দেওয়া হয়েছিল। আমি সেটি পড়েছি। আমি যা কিছু এখানে এসে শিখেছি তা সকলের জানা উচিত। আজকের দিনে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীষণ নেতিবাচক চিন্তাধারা দানা বেঁধেছে। আমরা ইসলামের এই দিকটি দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি বলেছেন, 'আমাদের আগামী প্রজন্মের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত'। তাঁর এই কথাটি থেকে মসজিদ প্রতিষ্ঠার কারণ বোধগম্য হয়। আপনারা আসলে আগামী প্রজন্মে সুখ-সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন। হুযুরের ভাষণে একটি আশা ছিল। আমি একজন ইহুদী আর আমার বন্ধু খৃষ্টান। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এখানেএসে বেশ উপভোগ করেছি। খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান ছিল। আমি লাইব্রেরিতে জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিলাম। যেখানে আমি নির্বাচনের কাজে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু মহিলাদের সঙ্গে আলাপ হয়, যারা অত্যন্ত গর্বসহকারে নিজেদেরকে আহমদী মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর তারা আমাকে কয়েকটি বিনামূলের পুস্তকও দিয়েছিলেন। আর আমি কি তাদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক কি না, তা জানতে চেয়ে একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছিল। আমি সানন্দে সেই ফর্মটি সই করে দিই। ফর্মটি সই করে আমি আনন্দিত, কেননা, এর কারণেই আমি এমন সুন্দর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছি, আর অনুষ্ঠান শুনতে পেরেছি। পৃথিবীর এই বাণীর ভীষণ প্রয়োজন। পৃথিবী ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে আছে। মসজিদটি খুব সুন্দর। কমিউনিটির জন্য এটি একটি ইতিবাচক সংযোজন। এর থেকে লোকেরা মুসলমানদের গুরুত্বকে আরও বেশি করে অনুধাবন করবে। আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে বেশ প্রভাবিত হয়েছি। আপনাদের জামাত খুবই সুন্দর। আপনাদের প্রত্যেক সদস্য অন্যদের সঙ্গে খুভ ভালভাবে আলাপ করেছে। অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ ছিল। এখানে আমরা খুব ভাল সময় কাটিয়েছি।

অ্যালেক কেইসেহ বলেন, আমি অনেক প্রভাবিত হয়েছি। হলোকস্ট-এর ঘটনার পরও রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিদের আমি একজন। এই কারণে আমি বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম।

আরেক অতিথি বলেন: আমি আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। খলীফার বাণী উৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল আর এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী । এখানে সকলের এক টেবিলে একত্রিত হওয়া একতা, নিষ্ঠা এবং সম্ভ্রমবোধের পরিচায়ক।

আরেক অতিথি বলেন: শৈশবে আমি পিতামাতার সঙ্গে পোপের সঙ্গে সাক্ষাত করতে রোম গিয়েছিলাম। আমি সেখানে আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছিলাম। আমি মনে করতাম খৃষ্টধর্ম সত্য। কিন্তু আজ এখানে এসে খলীফাকে দেখে এবং তাঁর ভাষণ শুনে বিশেষ প্রকারের আধ্যাত্মিকতা অনুভব করেছি যা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার মনে যত প্রকারের আশঙ্কা ছিল তা সব দূর হয়ে গেছে।

* ডক্টর ক্লস উল্ফ বলেন: যা কিছু খলীফা বলেছেন যদি তা সত্যিই তাঁর বাণী হয়ে থাকে আপনারা অনেক সফলতা অর্জন করবেন। তিনি এত বেশি প্রভাবিত হয়েছেন যে, ইউনিভার্সিটিতে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, জামাত যেন প্রকাশ্যে আসে এবং আপনাদের বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌছে যাক।

খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি জানতাম না যে, ইসলামের শিক্ষা এমন অপূর্ব সুন্দর। খলীফার কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, এমন সুন্দর শিক্ষা হওয়া সত্বেও ইসলামের এত দুর্নাম হল কেন? আমি দোয়া করি আপনাদের ইসলাম প্রসার লাভ করুক এবং সকলের কাছে পৌঁছে যাক।

মিসেস এফ. এডিথ, তিনি বলেন: প্রতিবেশীদের অধিকার প্রসঙ্গে খলীফার বার্তা আমাকে প্রভাবিত করেছে। একজন খৃষ্টান হিসেবে আমার বাসনা হল খৃষ্টধর্মও যেন এই শিক্ষা মেনে চলে। আমি খলীফার ভাষণে উপস্থাপিত দর্শনের সঙ্গে একমত। কেননা এটি আমাদের খৃষ্টবাদের নৈতিক মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: খলীফার বাণী বর্তমানের অন্ধকরময় যুগে আকাশে একটি প্রদীপের ভূমিকা রাখে। খলীফা যখন মানবতা সম্পর্কে বলছিলেন, আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। এটি আমাদের জন্য বিরাট সম্মানের কারণ যে, এত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। ভদ্রমহিলা বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। সাক্ষাতের পর আমার গোটা শরীর ও মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আমি নিজের আবেগ-অনুভুতি বর্ণনা করতে পারব না। তাঁর সত্তা পোপের মত নয়, বরং তার থেকে ভিন্ন যাঁর মধ্যে বিনয় রয়েছে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, অত্যন্ত সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত এই সমারোহে খলীফার ভাষণের একটি বিশেষ অংশটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, যদি বান্দার অধিকার প্রদান না করা হয় তবে খোদার ইবাদতের সার্থকতা কি? এখানে আসার পূর্বে আমার ধারণা ছিল, ইসলাম কট্টরপন্থা ও উগ্রবাদের শিক্ষা দেয়। কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তাধারাগুলি থেকে আমার মনকে পবিত্র করে দিয়েছে এবং আমি ইসলামের শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষা সম্পর্কে খুব ভালভাবে অবগত হয়েছি। আমি আনন্দিত যে, আপনার জামাত স্পষ্টভাবে নিজেদেরকে উগ্রবাদ এবং বিকৃত ইসলামি অবধারণা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। (ক্রমশ....)

" একজন মানুষ, সে যে ধর্মের অনুসারীই হোক না কেন মানুষ হিসেবে সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই কাউকে অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই।"

[হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)]

হাদীসে নবুবী (সাঃ)-এর আলোকে

অশিষ্টদের প্রতি মহানবী (সাঃ) এর উদারতা প্রদর্শন

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) অশিষ্টদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করতেন যারা মূলত শিষ্টাচারের অভাবে গর্হিত আচরণ করে বসত। একবার সদ্যই ইসলাম গ্রহণ করা এক আরব বেদুঈন মহানবী (সাঃ) এর সহচার্যে মসজিদে বসেছিল। সহসা সেই বেদুঈন উঠে দাঁড়ায় এবং দ্রুত গতিতে মসজিদের এক কোণের দিকে দৌড়ে গিয়ে সেখানে মুত্রত্যাগ করা আরম্ভ করে। কয়েকজন সাহাবা উঠে গিয়ে তাকে এই গর্হিত কর্ম হতে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু রসুলে করীম (সাঃ) তাদেরকে নিবৃত করলেন। এবং বোঝালেন যে তাকে এই কাজ থেকে বাধা দিলে সে অসুবিধায় পড়বে এমনকি সে আঘাত পেতে পারে। মহানবী (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে তাকে ছেড়ে দিতে বললেন এবং পরে সেই স্থানটি পরিস্কার করার নির্দেশ দিলেন।

(হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর জীবন চরিত)

যুগ খলীফার বাণী

"ওয়াকফীনে নওদেরকে ধর্মকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাজ করার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৮ শে অক্টোবর, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Amir Jalpaiguri District

যুগ খলীফার বাণী

" খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা এবং এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করাই আমাদের পরম কর্তব্য।।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪৫শে মার্চ, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

(লাতিন প্রবাদের অর্থ হল) 'বহু জিনিসের সমন্বয়'। আমাদের সকলের সমন্বয়ে একটি সমাজ ও দেশগঠিত হয়। এই কারণেই আমরা আজ আপনাদের এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদটির উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেছি। আপনারা যে বার্তা নিয়ে এসেছেন তা আমাদের জন্যও মঙ্গলজনক।

মার্কিন কংগ্রেসে 'আহমদীয়া মুসলিম কেকাসে' অংশগ্রহণ করে আমি গর্বিত। এছাড়াও হুযুর আনোয়ারের অভ্যর্থনার জন্য যে রেজুলেশন পাস হয়েছিল তা প্রনয়ণে আমার ভূমিকা থাকার কারণেও আমি গর্ববোধ করি। হুযুর আনোয়ার সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং যেভাবে তিনি সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যায়-অত্যাচারের নিন্দা করেন, সেটিকেও আমি বিশেষ সমীহের দৃষ্টিতে দেখি। ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অবিচলতা প্রশংসনীয়। আজ এখানে তাঁর উপস্থিতি আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। ধন্যবাদ। বক্তব্যের শেষে তিনি হুযুর আনোয়ারের হাতে রেজুলেশনের প্রতিলিপি তুলে দেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন ডক্টর ক্যাট্রিনা লান্তোস সোয়েত, যিনি টম লান্তোস ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার। তিনি নিজের ভাষণে বলেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করা আমার জন্য সত্যিই অনেক আনন্দ ও গর্বের বিষয়। বিগত কয়েক বছরে হুযুরের সঙ্গে আমি চার-পাঁচ বার সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যখনই আমি তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি, ভালবাসা, শান্তি এবং সৌহাদ্যের প্রেরণাই অনুভব করেছি। তিনি বলেন,আমি গ্যারি কনোলির কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করব। এই মূহুর্তে আমাদের হুযুরের বাণী পূর্বের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। মার্কিন সরকারের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশনের সদর থাকাকালীন আমি জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিলাম। আপনারা নিশ্চয় সকলে অবগত আছেন যে, জামাত আহমদীয়া এক অসাধারণ কমিউনিটি যারা বিশ্বের সর্বত্র মানবতার সেবা এবং ঈমান পৌঁছে দিয়েছে। তারা নিজেদের উপর হওয়া উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই কাজ অব্যাহত রেখেছে। পাকিস্তানে আহমদীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। পাকিস্তানে তাদের নিরাপত্তা এবং জীবনধারণের মৌলিক অধিকার আজ বিপন্ন। যদিও সেখানকার সরকারের উচিত তাদের অধিকার রক্ষা করা, অথচ পাকিস্তানের ইতিহাসে যতসব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হয়েছেন, তাদের মধ্যে সব থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা আহমদী ছিলেন। পাকিস্তানের একমাত্র নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আহমদী ছিলেন। যে ব্যক্তি পাকিস্তানের সংবিধান রচনা করেছিলেন, সেই আইনবিদ একজন আহমদী ছিলেন। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও আহমদীরা সেদেশে ঘোর উৎপীড়নের শিকার। আহমদীরা আমাকে সবসময় এই সোনাল নীতির কথাস্মরণ করিয়ে দেয়। 'মন্দের প্রতিদানে মন্দ করো না। অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদে অত্যাচার ও ক্রোধ প্রকাশ করো না। বরং মন্দকে উপকার দ্বারা প্রতিহত কর।' জামাত আহমদীয়ার অস্তিত্বই আমাদেরকে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ধর্মের নিরাপত্তার দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী করে।

এরপর ভার্জিনিয়ার হাউস অফ ডেলিগেটস-এর সদস্য হালা আলায়া নিজের বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতে সেনেটর জেরেমী ম্যাকপাইকে মঞ্চে আহ্বান করেন। তিনি বলেন: হুযুর আনোয়ারকে অভিবাদন জানানো আমার জন্য গর্ব করার মত বিষয় আর মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করা আনন্দের কারণ। আমি গভর্ণর রাল্ফ নর্থাম -এর পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছি।

গভর্ণর এই অনুষ্ঠানে যোগদান না করতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করে হুযুর আনোয়ারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। বার্তায় তিনি থেকে সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবকল্যাণমূলক কাজ এবং আন্তর্জাতিক অধিকার রক্ষার জন্য হুযুর আনোয়ারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ভার্জিনিয়া প্রদেশ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদেরকে স্বাগত জানায় এবং প্রত্যেককে সমানভাবে সম্মান করে। জামাত আহমদীয়া ফুড ড্রাইভস এবং ক্লোথিং ড্রাইভস-এর আয়োজন এবং রক্তদান করার ক্ষেত্রে সামনের সারিতে অবস্থান করে। এজন্য তিনি জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গী সেনেটর ম্যাকপাইককে সঙ্গে নিয়ে গভর্ণরের পক্ষ থেকে দেওয়া সার্টিফিকেট অফ রিকগনিশন' হুযুরের হাতে তুলে দেন। এই সংশাপত্রে লেখা ছিল, '৩রা নভেম্বর জামাত আহমদীয়া যুক্তরাষ্ট্র ভার্জিনিয়ায় তাদের মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। জামাত আহমদীয়া ভার্জিনিয়া এই মসজিদের মাধ্যমে একাধিক জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে। হুযুর মুসলিম বিশ্বের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা, যিনি নিজের খুতবা, ভাষণ, পুস্তকাদি এবং বৈঠকের মাধ্যমে শান্তির বাণী প্রচার করছেন। আমরা তাঁকে প্রিন্স উইলিয়াম কাউন্টিতে স্বাগত জানাই।

এরপর হুযুর আনোয়ার অতিথিদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে ভাষণ প্রদান করেন যার অনুবাদ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

তাশাহুদ ও তাউয পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহ। আপনাদের সকলের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক। সর্বপ্রথম আমি এই অনুষ্ঠানে অংশ সকল অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা আমার ধর্মীয় কর্তব্য। কেননা, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) -এর শিক্ষা হল, যে ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই না, সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অ-মুসলিম আর এই এলাকায় আহমদীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার মানুষ এবং কাউন্টির প্রশাসনিক কর্তারা আমাদেরকে এখানে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে। এতে আপনাদের উদারতা, মহানুভবতা এবং সহিষ্ণতার উচ্চ মান প্রকাশ পেয়েছে। অধিকন্তু আপনাদের অধিকাংশ মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন। এটিও আপনাদের উদার মনষ্কতার পরিচায়ক। এর কারণ, আপনাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহনশীলতা এবং সহজাত পুণ্যের গুণ রয়েছে, যা আপনাদেরকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নতুন সম্প্রদায় ও সমাজের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হতে সাহায্য করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা সকলেই অবগত আছি যে, বর্তমান যুগে সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকহারে ইসলামের নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা হচ্ছে। এই নেতিবাচক প্রচারের সব থেকে বড় কারণ হল, মুষ্টিমেয় নামধারী মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসবাদী তৈরী করা হয়েছে,যারা নিজেদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণকে সঠিক প্রতিপন্ন করতে ইসলামের নাম ব্যবহার করে এক অতীব নিন্দনীয় পন্থা অবলম্বন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ অমুসলিম মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে সংকোচ ও সংশয় জন্ম নিয়েছে। এমনকি মানুষ ক্রমশঃ ইসলামকে সমাজের জন্য বিপদ হিসেবে মনে করতে আরম্ভ করেছে। এই সব কথা মাথায় রেখে স্থানীয় মানুষদের মসজিদের জন্য অনুমতি দেওয়া এবং এই মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। যা আমাকে আপনাদেরকে আরও একবার আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য করছে।

আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করতে চাই যে, সংবাদ মাধ্যমে ইসলামের যে নেতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা হচ্ছে, তার সঙ্গে ধর্মের বাস্তবতার দুরতম সম্পর্ক নেই। মুষ্টিমেয় মানুষ বা সংগঠন নিজেদের জঘন্য কার্যকলাপকে সঠিক হিসেবে প্রতিপন্ন করতে ইসলামের নামের অপব্যবহার করে থাকে। তাদের সঙ্গে ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলাম তো শিক্ষা দেয় শান্তি, ভালবাসা, মীমাংসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের। বস্তুতঃ আরবী শব্দ ইসলামের অর্থই হল শান্তি। কাজেই যে ধর্মের নাম ও ভিত্তি শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ধর্মের জন্য এমন বিষয়ের অনুমতি দেওয়া বা সমাজের শান্তি বিপন্ন হয় এমন কাজে উৎসাহ দেওয়া কিভাবে সম্ভব? বরং এমন ধর্মের জন্য আবশ্যক শান্তির প্রসার, এবং মানবতার প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি বোধকে বিকশিত করা। আমাদের পবিত্র গ্রন্থ এবং ইসলামি শিক্ষামালা ও বিধানের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সনদ কুরআন করীম থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছি। শুরু থেকে শেষ অবধি কুরআন করীম কেবলই শান্তির পুস্তক, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবীয় মূল্যবোধকে সন্নিবিষ্ট রেখেছে। এর শিক্ষা মানবজাতিকে মানবতার পতাকা তলে একত্রিত করে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার সুনিশ্চিত করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরআন করীমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিতে রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তারা সেই জাতি সমূহের মধ্যে মৌলিক অধিকার এবং ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেন। রসূলগণ এই জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, যাতে সেই সমস্ত জাতির আল্লাহ্ ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় আর তাঁরা মানবজাতিকে পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী করে তোলেন। আমরা মুসলমান হিসেবে বিশ্বাস করি যে, সেই উদ্দেশ্যাবলীকে পূর্ণ করতে আল্লাহ্ তা'লা সমস্ত জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছেন। আর প্রমূখ ধর্মগুলির ইতিহাস একথা প্রমাণ করে যে, নবীগণ নৈতিকতা এবং পুণ্যের উচ্চমান-এর উপর অনুশীলনকারী এবং সেই শিক্ষার প্রচারকারী ছিলেন।

কাজেই, ইসলামের শিক্ষা মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে জাতি বর্ণ ও ধর্ম বৈষম্যের উর্দ্ধে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধের চেতনা বিকশিত করে। ইসলাম হল এমন এক ধর্ম যা পথের সমস্ত বাধা সরিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে এবং শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ আলোচনাকে উৎসাহিত করে। এই জন্যই একজন সত্যিকার মুসলমান সম্পর্কে একথা চিন্তা করা যেতে পারে না যে সে ভিন্ন ধর্মের বিরোধিতা করবে বা ভিন্ন ধর্মমতানুসারীদের উপর অত্যাচার করবে। ইসলাম কখন বা কোনও স্থানে উগ্রাবাদের শিক্ষা দেয় নি বা কোনওভাবে অন্যায়কে প্রশয় দেয় নি। যখন বা যেখানেই কোনও মুসলমান সন্ত্রাসবাদী হামলা করেছে, সেটির একমাত্র কারণ হল ইসলাম থেকে তার দূরত্ব। এই ধরণের মানুষ বা অপকর্ম শুধুই ইসলামের সুনামহানি করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমের সর্বপ্রথম সূরা 'ফাতিহা'য় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তিনি সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক। এর অর্থ হল তিনি ধর্ম, মত নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির পালনকর্তা। যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় বা ধর্মতত্বে বিশ্বাসী নয়, তারা খোদা তা'লার 'রহমানিয়াত' ও 'রহিমিয়্যাত' গুণ থেকে উপকৃত হয়। তাই কুরআন করীম খোদা তা'লাকে যেখানে 'রাব্বুল আলামীন' নামে অভিহিত করেছে। সেখানে একথা বলা হয়েছে যে তিনি রহমান ও রহীম।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সা.) সম্পর্কে বলেছেন, তিনি 'রহমতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র জগতের জন্য আশীর্বাদ। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ইসলামের পয়গাম্বার (সা.) তাঁর সারাটি জীবন মানবতার প্রতি অপার ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করে এসেছেন। তাঁর অন্তর মানবতার প্রতি ভালবাসার সৌরভে সুরভিত ছিল। তিনি সর্বক্ষণ মানবতার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত ছিলেন, আর অপরের দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে সমগ্র মানবতাকে সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, একবার যখন তাঁর উপস্থিতিতে একটি মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। যা দেখে তাঁর এক সাহাবী নিবেদন করেন, এটি তো একজন ইহুদীর মরদেহ ছিল, মুসলমানের নয়। এই কথার উত্তরে আঁ হযরত (সা.) বললেন, সে কি মানুষ ছিল না?' এর থেকে বোঝা যায় যে মানবতার প্রতি তাঁর মনে কিরূপ ভালবাসা ছিল। এর থেকে এও বোঝা যায় যে, তিনি কিভাবে তাঁর অনুসারীদেরকে ভিন্ন ধর্ম ও মতবিশ্বাসের মানুষের সঙ্গে সদভাব রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে অপরের আবেগ অনুভুতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার শিক্ষা দিয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেকে প্রশ্ন করেন যে ইসলাম কি ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থক? এই প্রশ্নের উত্তরে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র জীবনী থেকে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করব। একবার নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটি দল আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদিনায় আসে। কিছুক্ষণ পরেই তারা কিছুটা বিচলিত হতে আরম্ভ করে। রসুল করীম (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো? খৃষ্টানরা উত্তর দিল, এটি তাদের উপাসনার সময়। কিন্তু এখানে উপাসনার জন্য কোনও উপযুক্ত স্থান নেই। এই কথা শুনে রসুল করীম (সা.) খৃষ্টানদেরকে তাদেরকে নিজস্ব রীতি অনুযায়ী ইবাদত করার জন্য মদিনা স্থিত একটি মসজিদে আহ্বান করেন। রসুল করীম (সা.) এই মহান দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমগ্র মানবতার ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার এক অক্ষয় নমুনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্ত তা সত্ত্বেও অনেক প্রশ্ন করে যে, প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানেরা কেন যুদ্ধ করেছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ইসলাম কখনই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনও দেশ দখল বা মানুষকে জোর করে মুসলমান বানানোর অনুমতি দেয় নি। বরং কুরআন করীম প্রারম্ভিক যুগের মুসলমানদেরকে যেখানে সীমিত পরিসরে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে, সেখানে একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই অনুমতি দেওয়ার উদ্দেশ্য হল শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং সত্য ধর্ম যেন আধিপত্য লাভ করে, তা সুনিশ্চিত করা। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শক্তি প্রয়োগের অনুমতি ইসলামকে রক্ষার জন্য দেওয়া হয় নি, বরং মানবাধিকার ও সমস্ত ধর্মকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, এবং এর দ্বারা প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী চলতে পারে, সে বিষয়টি সুনিশ্চিত করা। কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ৪১ নং আয়াতে যেখানে প্রথমবার মুসলমানদেরকে প্রতিরক্ষা মূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেখানে একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা কোনও রাজনৈতিক, জাতিগত বা ব্যক্তিগত কারণের ভিত্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল না, বরং ধর্মের প্রতি বৈরিতাই তাদেরকে যুদ্ধের পথে চালিত করেছিল। এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি মুসলমানেরা এই মূহুর্তে এই অন্যায় অত্যাচা ও অবিচারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেয়, তবে সমস্ত ধর্ম ধ্বংস হয়ে যাবে, আর ধর্মীয় স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, যদি তাদের আক্রমণকে প্রতিহত না করা হয়, তবে ইহুদীদের উপাসনাগার, খৃষ্টানদের গীর্জা, মসজিদ এবং অন্যান্য উপাসনাগারগুলি নিরাপদ থাকবে না। অতএব, সত্য এই যে, ইসলাম অন্যদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা বা অন্যদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিলোপ করার পরিবর্তে কুরআন করীম স্বয়ং ধর্মীয় স্বাধীনতার সব থেকে বড় সমর্থক। এমনকি, কুরআন করীম ধর্মীয় স্বাধীনতাকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কাজেই, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃত মসজিদ হল ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতীক এবং পারস্পরিক সম্মান, শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির আলোকবর্তিকা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি আশা করি, অতীতে আহমদীদের সঙ্গে আপনাদের যে সম্পর্ক ছিল, তার দরুন আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের আবেগই দেখেছেন। তাই এই মসজিদ নির্মাণের পর এই আবেগ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মানবতার জন্য আমাদের সেবা এবং সম্প্রীতির বাণী চতুর্দিকে পূর্বের চেয়ে বেশি প্রতিধ্বনিত হবে। এই মসজিদের প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় আহমদীরা এখন আরও সচেষ্ট হবে। বস্তুত কুরআন করীম মুসলমানদেরকে বারবার প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান ও তাদের সঙ্গে পরম ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমি এ কথাও স্পষ্ট করতে চাই যে, মসজিদ বা আহমদীদের গৃহ সংলগ্ন গৃহটিই আমাদের প্রতিবেশী নয়। বরং কুরআন করীমের সংজ্ঞা অনুসারে প্রতিবেশীর পরিধি আরও ব্যপক ও বিস্তৃত। আপনার সহকর্মী, অধীনস্ত কর্মী, সফরসঙ্গী, এবং এছাড়াও আরও অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, এই শহরের প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদের প্রতিবেশী। আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদভাব রাখা এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে বর্তায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার দোয়া হল এই যে, এখানকার স্থানীয় আহমদীরা যেন আমার কথা অনুসারে নিজেদের জীবন যাপনকারী হয়। আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা এই যে, আহমদীরা কেবল এই এলাকাতেই নয়, বরং সারা দেশে ইসলামের শান্তি ও হিতৈষীপূর্ণ বাণী পৌঁছে দেয়। আহমদীরা যেন নিজেদের প্রতিবেশী ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে প্রেম ও সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করে, যাতে কিছু সংখ্যক অ-মুসলিমদের মনে ইসলাম সম্পর্কে শঙ্কা ও সংকোচ রয়েছে তা সত্বর দূর হয়। আমার প্রার্থনা, আহমদীরা যেন আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীম -এর উৎকৃষ্ট শিক্ষাবলীর উপর অনুসরণকারী হয়, যাতে এখানকার স্থানীয় মানুষেরা ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়। আমেরিকাবাসী ও বহির্বিশ্বের মানুষের উপর যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুমহান আদর্শ উন্মোচিত হয়, যিনি ছিলেন কুরআনে শিক্ষামালার পূর্ণ বিকাশ-স্থল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি দোয়া করি, স্থানীয়, আঞ্চলিক, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত ধর্মের মানুষ পৃথিবীতে শান্তির বার্তা প্রসারে সমমূল্যবোধের উপর ঐক্যবদ্ধ হোক। আমরা যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিব, তখন আমাদের সন্তানেরা এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম আমাদেরকে যেন ভালবাসায় আপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করে। তারা যেন অকপটে একথা স্বীকার করে যে, তাদের সম্মানীয় পূর্বপুরুষেরা মানবজাতির মধ্যে শান্তি ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসার করতে এবং এক শান্তিপূর্ণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতময় পৃথিবীর রেখে যেতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে নি। কিন্তু এর বিপরীতে আপনি কখনই এমনটি চাইবেন না যে, আমাদের সন্তানেরা আমাদেরকে ঘৃণাভরে স্মরণ করুক, আর তারা বলুক যে আমরা যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় করে তাদের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্য কেবল যুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংসাবশেষই রেখে গেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অতএব আগামী প্রজন্মের নিরাপদ ভবিষ্যতের স্বার্থে আমাদের নিজেদের মধ্যে থাকা ভেদাভেদ উপেক্ষা করে পরস্পরের অধিকার প্রদান ও মানবতার সেবা করার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এটি আমাদের দায়িত্বই নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্য এক সমৃদ্ধ ও শান্তিময় পৃথিবী রেখে যাওয়া আমাদের পরম কর্তব্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ইসলামের মূল নীতি হল, সমস্ত ধর্ম এবং মনীষিদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা। যেরূপ

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday,31 Oct , 2019 Issue No.44

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা সকল নবীর উপর ঈমান আনি। তাই একজন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে সেই সমস্ত নবীদের বিরুদ্ধে কথা বলা সম্ভব নয়। অতএব, মানুষের বর্ণ, জাতি ও পদমর্যাদার উর্দ্ধে পরস্পরের ধর্ম ও মতবিশ্বাসকে সম্মান জানানোর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের দাবি রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই কয়েকটি কথা আমার বলার ছিল। আমি আশা করি এবং দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সমস্ত বিবাদের অবসান ঘটানোর তৌফিক দিন যা আজ পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। আর সকল প্রকারের অন্যায়, অনাচার এবং অসহিষ্ণুতা দূর করার জন্য আমদের নিজেদের দায়িত্বাবলী পালনের তৌফিক দিন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার দোয়া এই যে, আমরা যেন ঘৃণা ও অত্যাচারময় পৃথিবী রেখে যাওয়ার পরিবর্তে এমন এক পৃথিবী রেখে যেতে পারি যা হবে ভালবাসায় পরিপূর্ণ। আমরা যেন নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে মানবতার সেবার মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। পরিশেষে আমার দোয়া এই যে, এই মসজিদ যেন সমাজের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা নিয়ে ঐক্য ও নতুন আশা সঞ্চারের মাধ্যম হয়। আপনাদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর কৃপা করুন। আমীন।

ভাষণ সম্পর্কে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যান্য অতিথিরাও একথা অকপটে স্বীকার করেছে।

তারিক খলীল নামে এক ব্যাংক কর্মী বলেন, জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান, জামাতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এঁরা অন্যান্য মুসলমানদের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি মুসলমান, কিন্তু ধার্মিক নই। আমি জামাত আহমদীয়ার আন্তঃধর্মীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি, যেখানে আমি জেনেছি যে, জামাত আহদীয়া উন্নত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছে। এবিষয়ে আপনাদের গর্ব করার মত।

তিনি বলেন: আমি খলীফার ভাষণের প্রতিটি শব্দ মনোযোগ সহকারে শুনেছি। তাঁর বক্তব্যের সমস্ত দিকগুলি আমি গভীরভাবে অনুধাবন করে উপলব্ধি করেছি যে, তিনি নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ইসলামের উপর আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন। এটি কেবল আহমদীদের জন্যই নয়, বরং সমস্ত মুসলমানদের জন্য এতে উপদেশ ছিল যে জীবনের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিডম সংস্থায় পলিসি কমিশনের ডক্টর ওয়ারিস হোসেন সাহেব বলেন: এর আগেও হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য শোনার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি সব সময় ভালবাসা ও শান্তির প্রতি আহ্বান করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে হুযুরের বাণী অত্যন্ত উপযোগী। তাঁর বাণী কেবল আহমদীদের জন্য নয়, আমাদের সকলের জন্য। অনুষ্ঠানটিও অভুতপূর্ব। অনেকেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছিলেন। অথচ তাদের কাজকর্মে অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটছিল। এই বিষয়টিই একটি জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে। যুক্তরাষ্ট্রে জামাত আহমদীয়অ মানবকল্যাণমূলক কাজ করছে। যেমন, 'ফুড ব্যাংক' তৈরী করছে, অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করছে। এই ধরণের মানুষ যদি ভার্জিনিয়া থাকে তবে এর থেকে আনন্দের বিষয় আর কি হবে?

মার্কিন রিপাবলিকান স্টেট- এর প্রত্যাশী করি স্টুয়ার্ট বলেন, খলীফাতুল মসীহর ভাষণ অত্যন্ত মনোহর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে যখন কিনা পৃথিবীতে অস্থিরতা বিরাজ করছে, তখন 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে' - আমেরিকা সমেত সমগ্র বিশ্বের এই বাণীটি যথার্থরূপে অনুধাবন ও অনুশীলন করা উচিত। ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার করা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এই জন্যই এই মসজিদে আমাদের জন্য গর্বের কারণ। কেননা, আপনারা দেশের জন্য অনেক কিছু করেন।

ভার্জিনিয়ার ডাইরেক্টর অফ কমিউনিকেশন মি. রবার্টা অস্টার বলেন: খলীফা কথা শুনে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে এমন এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বিদ্যমান যিনি আমাদেরকে পরস্পর প্রেম, প্রীতি ও ভ্রাতৃবন্ধন সহকারে বসবাস করার উপদেশ দিচ্ছেন। একথা উপলব্ধি করে আমি পুলকিত হয়েছি।

আরও এক অতিথিনী জেনি লস বলেন: আমি আনন্দিত যে, হুযুর বার বার ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলেছেন। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তাঁর ভাষণ অত্যন্ত জরুরী ছিল। অনুষ্ঠানও খুব সুন্দর ছিল। প্রত্যেকে আচরণের ভালবাসা ফুটে উঠছিল।

ম্যাট ওয়াটারস নামে এক অতিথি যিনি ভার্জিনিয়া ভার্জিনিয়ার প্রার্থী, তিনি বলেন, আমি হুযুরের ভাষণ শুনে প্রভাবিত হয়েছি। এখন আমি তাঁর সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করব আর ইন্টারনেট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করব। এছাড়াও আমি ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আপনাদের মসজিদেও আসব।

ডার্স জনাথন নামে এক খৃষ্টান অতিথি বলেন: হুযুরের ভাষণ বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী ছিল এবং অসাধারণভাবে সুন্দর ছিল। আমরা তাঁর প্রেমের বাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি নিজের পুরো ভাষণে কেবল শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়েই কথা বলেছেন যা আমাকে আশ্চর্য করেছে।

অ্যান লিটিল নামে অতিথিনী বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ ভাষণ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। ভাষণ শুনে আমার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। পৃথিবীবাসীর এই ভাষণটির ভীষণ প্রয়োজন।

এলিসন সাডেলওয়ে নামে অতিথিনী বলেন, হুযুর পৃথিবীতে ভালবাসা ও সম্মান প্রসারের কথা বলছিলেন যা আমার খুব ভাল লেগেছে। কেননা আমি স্কুলে বাচ্চাদেরকে এগুলিই শেখাই।

জেরোমি নিকপাইক, যিনি ভার্জিনিয়া শহরের সেনেটর, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি একটি বিষয় ভালভাবে শিখেছি, আর সেটি হল, 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। এই শিক্ষা দিয়েই আমরা একজন সৎ প্রতিবেশী তৈরী করি, বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরী করি আর স্কুলে বাচ্চাদের শেখাই।

মার্কিন সরকারে একজন কর্মকর্তা টড কেগি সাহেব সস্ত্রীক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ন্যান্সি বলেন: হুযুরের ভাষণ অত্যন্ত জরুরী ছিল। কেবল এই জায়গার জন্য নয়, বরং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তা সমগ্র জগতের জন্যই জরুরী। এই বার্তা আমার মধ্যে অনেক শক্তি ও আশার সঞ্চার করেছে।

এমিলি রেগালম্যান তাঁর কন্যা জেনিফারকে সঙ্গে নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে সব থেকে বেশি প্রয়োজন শ্রদ্ধাবোধের। মুসলিম, ইহুদী বা হিন্দু যেই হোক, সকলের কর্তব্য হল পরস্পরকে সম্মান করা। মুষ্টিমেয় নামধারী মুসলমানদের অপকর্মের কারণে বিগত কয়েক বছরে ইসলামের সুনাম হানি হচ্ছে। আমার এক কাছের বন্ধু আহমদী, তাদের পরিবারের দিকে যখনই দৃষ্টি দিই, আমি কেবল স্নেহ, ভালবাসা ও সম্মান অনুভব করি।

এমিলি চার্চিল নামে এক অতিথিনী এসেছিলেন, যিনি নিউজ এজেন্সিতে কাজ করেন। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান থেকে আমি ভালবাসা ও সহনশীলতা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখেছি। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এদেশের জন্য এই বার্তা অত্যন্ত জরুরী। এই এলাকায় এ বিষয়ে উন্নতি হতে দেখে আমি আনন্দিত।

শেষাংশ ৯পাতায়...

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir